**টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ এর ল্যাপটপ/নোটবুক উৎপাদন কার্যক্রম -**

**উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, মঙ্গলবার, ২৫ আশ্বিন ১৪১৮, ১১ অক্টোবর ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীগণ,

মান্যবর কূটনীতিকবর্গ,

সমবেত অতিথিগণ ও প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশে প্রথম সংযোজিত ল্যাপটপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের প্রযুক্তিবিদদের নিজস্ব কারিগরী নৈপুণ্যে দেশে ল্যাপটপ সংযোজিত হয়েছে। টেলিফোন শিল্প সংস্থার তত্ত্বাবধানে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দশ হাজার টাকা থেকে সাড়ে ছাব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে ৪টি মডেলের এসব ল্যাপটপ পাওয়া যাবে। টি.এস.এস স্কুল কলেজের পাঠ্য বইয়ের সফট কপি, এ ল্যাপটপে সংস্থাপন করবে বলে আমি আশা করি। তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা এটি ব্যবহার করার অনুপ্রেরণা পাবে। এই ল্যাপটপে বাংলা ‘কি বোর্ডের' ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে বাংলা ভাষায় অপারেটিং ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই তা ব্যবহার করতে পারবে।

সুধিমন্ডলী,

৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ‘‘সোনার বাংলা'' প্রতিষ্ঠার। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি সপরিবারে শহীদ হন। ফলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীতে বাংলাদেশ আজো অনেক পেছনে। তাই আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আধুনিক ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করি। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিপূর্ণ স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। বিগত প্রায় ৩ বছরে সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং ইতোমধ্যে বহু ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ল্যাপটপ উৎপাদনের এ কার্যক্রম দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চলমান ধারাকে আরো বেগবান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সুধিবৃন্দ,

বিগত প্রায় ৩ বছরে ICT খাতের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন নীতিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণসহ বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ‘‘ICT Policy 2009" অনুমোদন করেছে। ‘‘ICT (Act) 2009" প্রণয়ন করা হয়েছে। ICT তে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকারী সকল মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্ত্তত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩১টি জেলায় ই-তথ্য সেবা কেন্দ্র চালূ করা হয়েছে। বাকি ৩৩ জেলায় আগামি নভেম্বরে এ সেবা চালু করা হবে। এ সমস্ত ই-তথ্য সেবা কেন্দ্র হতে জেলা পর্যায়ের তৃণমূল জনগণ তাৎক্ষনিক সেবা পাচ্ছে। প্রতিটি জেলায় ১টি স্কুল ও ১টি কলেজে ই কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১২৮টি উপজেলায় ইতোমধ্যেই কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্য সকল উপজেলাতেও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইটসমূহ তৈরি করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ Web Portal তৈরী করা হয়েছে।

গাজীপুরে ‘‘Hi-Tech Park" স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। সমগ্র দেশকে ‘‘e-Governance"এর আওতায় আনার কাজ চলছে। প্রযুক্তি বিভাজন (‘‘Digital Divide") দূরীকরণে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িকে ইতোমধ্যে টেলিযোগাযোগ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আর একটি অন্যতম হাতিয়ার হল মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ সেবা পৌছানোর জন্য প্রয়োজন থ্রি-জি মোবাইল সার্ভিস। এ লক্ষ্যে চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় টেলিটক নেটওয়ার্কে সতের লক্ষাধিক 3G গ্রাহক এবং প্রায় ৪৮ লাখ 2.5G গ্রাহক উন্নত সেবা পাবে।

খুলনাস্থ বাংলাদেশ কেবল শিল্প সংস্থায় অপটিক্যাল কেবল উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান সহজ হবে।

সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ড উইডথ ক্যাপাসিটি ৭.৫ থেকে ১৪০ গিগাবাইট পার সেকেন্ড এ উন্নীত করা হচ্ছে। জনগণকে স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা দিতে প্রতি মেগাবাইট Bandwidth এর চার্জ ২৭ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

ডাক বিভাগের গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস পোষ্ট সার্ভিস প্রায় সকল উপজেলায় চালু হয়েছে। আন্তর্জাতিক মেইলের ক্ষেত্রে অনলাইন ইনকোয়ারী সিস্টেম চালু করা হয়েছে। দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সদরসহ মোট এক হাজার নয়শত পঁয়ষট্টি পোষ্ট অফিসে ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এখন গ্রাহকগণ তাৎক্ষণিক ভাবে টাকা পেয়ে থাকেন। সাড়ে ৮ হাজার ডাকঘরকে পোষ্ট ই-সেন্টারে রূপান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পোষ্টাল ক্যাশ কার্ড গত জুলাই মাস থেকে চালু করা হয়েছে। এ খাতকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

এ সরকারের আমলে দিন বদলের শুভ ধারা শুরু হয়েছে। এটি অব্যাহত রাখতে হবে। গৃহীত কর্মসূচী সমূহের বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণেই কেবল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

সুধিমন্ডলী,

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর ২০২১। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিরলসভাবে কঠোর পরিশ্রম করছি। তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে এ লক্ষ্য পূরণে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বল্পমূল্যের ল্যাপটপ/নোটবুক উৎপাদন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---